এই ভক্তিমার্গেও পূর্বের মত অন্যসাধনে আদরশূন্য হইয়া একমাত্র ভক্তি-সাধনেই সম্যক প্রবৃত্তির জন্য শ্রদ্ধার অপেক্ষা। শ্রদ্ধা বিনা অর্থাৎ ভক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাস না জন্মিলে অনন্যভাবে ভক্তিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কোনও অধিকারী কখনও দৃঢ়বিশ্বাসশূন্য কর্ম্মসাধনে নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই ভক্তি অনুষ্ঠানের নাশ হইবার সম্ভাবনা আছে।

অতএব, "ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তঃ"—এইরূপভাবে ভক্তি অনুষ্ঠান করিলে সিদ্ধি অর্থাৎ প্রেমভক্তিলাভে সমর্থ হইতে পারে। এইরূপ উল্লেখ করার পরও "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" ১১।২০।৯॥ অর্থাৎ জ্ঞানসাধক ততদিন পর্য্যন্ত নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিবে, যতদিন পর্য্যন্ত ঐহিক পারলৌকিক বৈষয়িক সুখে উদ্বিগ্ন না হইবে; ভক্তিসাধকও ততদিন পর্য্যন্তই কর্ম্ম করিবে, যতদিন পর্য্যন্ত আমার কথা উপলক্ষিত ভক্তির কোনও অঙ্গেই দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিবে। এই শ্লোকে দৃঢ়শ্রদ্ধা উদয়ের পরই সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভক্তিসামান্যের প্রতি কিন্তু শ্রদ্ধার অপেক্ষা নাই অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত ভক্তি অঙ্গের দৃঢ় শ্রদ্ধার উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত জ্ঞান-কর্ম্মাদি-শূন্যা অনন্যা ভক্তিতে অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু অন্যাভি-লাষিতাযুক্ত এবং জ্ঞান কর্ম্মাদি সংমিশ্রিত ভক্তিসাধনে শ্রদ্ধা বিনা ও সকল বর্ণীর, সকল আশ্রমীর—এমন কি বর্ণাশ্রমবহির্ভূত যবন, পুক্কশ, খশ প্রভৃতি জাতিরও সমান অধিকার আছে। এবং সেই ভক্তি-অনুষ্ঠানে তাহারা মুক্তি পর্য্যন্ত ফললাভ করিতে পারে। এই অভিপ্রায়ে স্কন্দপুরাণে প্রভাস খণ্ডে "মধুর মধুরমেতৎ" ইত্যাদি শ্লোকে সকৃদপি "পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।" এইরূপ অনেক শ্লোকে এবং "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়ণাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রদ্ধালাভের পূর্ব্বেও ভক্তি-ফলদানের কথা শোনা যায়। "ম্রিয়মানো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং। অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ অজামিল মরণদশাতে পুত্রো-পচারিত হরিনাম গ্রহণ করিয়াও বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিলেন।" যে জন শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে শ্রীনাম গ্রহণ করে, তাহার ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আর সংশয় কি থাকিতে পারে? এই সকল শ্লোকেও পূর্ব্ব পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকের মত ফল-প্রদানে সৌষ্ঠব শোনা যায়। সেই শ্রদ্ধাও শাস্ত্রের বাচ্যবস্তু অবধারণেরই অঙ্গস্বরূপ; যেহেতু শাস্ত্রার্থবিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্র যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, সেই উপদেশগুলি যথাযথরূপে হৃদয়ে ধারণারই